তারিখ ... 06 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

সংবাদ

শৈলকূপায় শিক্ষকের জালিয়াতি : একজন ভোগ করছেন দু'টি পদের বেতনভাতা

প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ

শৈলকূপার অচিন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রবিউল আলম ২৩ মাস ধরে দু'টি পদের বেতনভাতা ভোগ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে তিনি জালিয়াতির মাধ্যমে ৮৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন বলে জানা গেছে।

রবিউল আলম ১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি শরীরচর্চা শিক্ষক হিসেবে ওই স্কুলে যোগদান করেন। ২০০৩ সালের ১ মে তিনি ওই পদ থেকে পদত্যাগ করে একই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করার পরও রবিউল আলম শরীরচর্চা শিক্ষক পদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করছেন। গত ২৩ মাস ধরে তিনি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী ও সভাপতি শামছুজ্জামান খানের যোগসাজশে সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে যাচ্ছেন। শৈলকূপা গাড়াগঞ্জ সোনালী ব্যাংক শাখা থেকে ২৩ মাসে তিনি প্রায় ৮৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন। সর্বশেষ ২০ এপ্রিল তিনি বেতনভাতা উত্তোলন করেছেন। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকার বিধান থাকলেও প্রধান শিক্ষকের চাচাতো ভাই হওয়ার সুবাদে রবিউল আলম নিয়োগ পান। এ ছাড়া একই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ময়না খাতুনকে বিপিএড শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ময়না খাতুনের বিপিএড প্রশিক্ষণ নেই বলে জানা গেছে।